রিজেন্টের ১০ হাজার করোনা পরীক্ষার ৬ হাজার রিপোর্টই ভুয়া

রিজেন্ট হাসপাতালের করোনার ১০ হাজার নমুনা পরীক্ষার মধ্যে ৬ হাজারই ভুয়া রিপোর্ট দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন র্যাবের মহাপরিচালক (ডিজি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন।

বুধবার বিকালে র্যাব সদর দফতরে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান।

এর আগে বুধবার ভোর ৫টা ২০ মিনিটে সাতক্ষীরার দেবহাটা উপজেলার কোমরপুর গ্রামের লবঙ্গবতী নদীর তীর সীমান্ত এলাকা থেকে অবৈধ অস্ত্রসহ রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান সাহেদকে গ্রেফতার করে র্যাব।

কোমরপুর সীমান্ত দিয়ে নৌকায় করে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি। এ সময় তিনি জিন্সের প্যান্ট ও নীল রঙের শার্টের ওপর কালো রঙের বোরকা পরে ছিলেন। সাহেদ গ্রেফতার এড়াতে গোফ কেটে ফেলেছিলেন, সাদা চুল কালো করেছিলেন। গ্রেফতারের পর সেখান থেকে হেলিকপ্টারে করে সাহেদকে ঢাকায় আনা হয়। এরপর উত্তরায় তাকে নিয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযান শেষে রিজেন্ট সাহেদের আটকের বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করে র্যাব। এ সময় সাহেদের বিরুদ্ধে প্রতারণার কিছু অভিযোগ তুলে ধরেন এবং কীভাবে তাকে ধরা সম্ভব হল সেই বিস্তারিত তথ্য দেন র্যাব ডিজি।

র্যাবের মহাপরিচালক বলেন, সে (সাহেদ) করোনা পরীক্ষার রিপোর্টের নামে প্রতারণা করছিল। এখন পর্যন্ত ১০ হাজারের অধিক করোনা পরীক্ষা করে ৬ হাজার ভুয়া রিপোর্ট দিয়েছে সাহেদের প্রতিষ্ঠান।

তিনি বলেন, বিনামূল্যে পরীক্ষা করার কথা থাকলেও ৩৫০০ থেকে ৪০০০ টাকা করে নেয়া হতো এবং পুনরায় পরীক্ষার জন্য ১০০০ গ্রহণ করতো। আইসিইউতে ভর্তি করে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করতো। একদিকে রোগীর কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে, আরেক দিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে

বিলও জমা দিয়েছে সাহেদের হাসপাতাল রিজেন্ট।

র্যাব ডিজি বলেন, সাহেদ করিম নিজেকে যতোই ক্লিন ইমেজের ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করুক না কেন, সে মূলত চতুর ধুরন্ধর, অর্থলিপ্সু। তার বিরুদ্ধে অনেক মামলার বিষয়ে জানা গেছে। সেসব তথ্য যাচাই-বাছাই চলছে। সূত্র-যুগান্তর

দর্শনা প্রেসক্লাবে যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম এর মৃত্যুতে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা প্রেসক্লাবের আয়োজনে দৈনিক যুগান্তর ও যমুনা টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠাতা যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম এর মৃত্যুতে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার দুপুর ১২ টায় দর্শনা প্রেসক্লাব কক্ষে শোক সভা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি (দৈনিক ইত্তেফাক) দামুড়হুদা(চুয়াডাঙ্গা) সংবাদদাতা মো: মনিরুজ্জামান ধীরু। শোক সভায় বক্তব্য রাখেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক (দৈনিক ভোরের কাগজ) দামুড়হুদা(চুয়াডাঙ্গা)প্রতিনিধি মো: আওয়াল হোসেন।

উপস্থিত ছিলেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সহসাধারন সম্পাদক (দৈনিক নয়াদিগন্ত) দামুড়হুদা(চুয়াডাঙ্গা) সংবাদদাতা মো: মনিরুজ্জামান সুমন, দর্শনা প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারন সম্পাদক (মেহেরপুর প্রতিদিন) দর্শনা ব্যুরো প্রধান মো: আহসান হাবীব মামুন, (দৈনিক আমাদের নতুন সময়) চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি মাসুম বিল্লাহ, (দৈনিক প্রজন্মের ভাবনা) দর্শনা প্রতিনিধি চিকিৎক মো: আব্দুল

হান্নান, (দৈনিক সময়ের সমীকরন) দর্শনা সহকারী বুরো প্রাধান মো: ওয়াসিম রয়েল, (দৈনিক আকাশ খবর) দর্শনা সহকারী ব্যুরো প্রাধান মো: ইমতিয়াজ আহমেদ রয়েল, (দৈনিক জবাব দিহি) দামুড়হুদা(চুয়াডাঙ্গা)প্রতিনিধি সুকমল চন্দ্র বাধন, (দৈনিক এই আমার দেশ) দর্শনা প্রতিনিধি আবিদ হাসান রিফাত, (মেহেরপুর প্রতিদিন) দর্শনা প্রতিনিধি মো: ফরহাদ হোসেন ।

শোক সভায় বক্তরা সকলে যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে তাকে জান্নতুল ফৌদেস।

দোয়া পরিচালনা করেন (দৈনিক সংগ্রাম) চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি শিক্ষক মো: আলমগীর হোসেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা সহ সার্বিক সহযোগিতা করেন (দৈনিক যুগান্তর) দামুড়হুদা(চুয়াডাঙ্গা)প্রতিনিধি ইকরামুল হক পিপুল।

দলীয় কমিটিতে সাহেদদের মত প্রতারক রাখবেন না: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

রাজনৈতিক দলের কোনো কমিটিতে যেন করোনার রিপোর্ট নিয়ে জালিয়াতি করা মো. সাহেদ ওরফে সাহেদ করিমের মত প্রতারকদের রাখা না হয়, সেই আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

তিনি বলেছেন, তারা সুপারিশ করবেন কমিটিতে কাউকে নেয়ার আগে যেন ভালো করে যাচাই-বাছাই ও ব্যক্তির সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া হয়।

বুধবার সচিবালয়ে সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সাহেদ একজন ক্রিমিনাল (অপরাধী)। সে অনেকের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আর কখনো, কোনো দিন যেন সে এ

ধরনের প্রতারণা করতে না পারে, সে জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে।

একের পর এক প্রতারণার পরও কেন এতদিন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারল না- এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, প্রতারকেরা ফাঁকফোকর দিয়ে অপরাধ করে। তবে ভবিষ্যতে যেন কেউ এমন প্রতারণা করতে না পারে সরকার ও তার সংশ্লিষ্ট দফতর সেদিকে সজাগ আছে।

এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় চাইলে আইন-কানুন না মেনে পরিচালিত সব হাসপাতালের বিরুদ্ধে তারা অভিযান চালাবেন।

এর আগে সংবাদ ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী বলেন, অপরাধীদের ব্যাপারে সরকার ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান অত্যন্ত কঠোর। কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না।

প্রসঙ্গত রিজেন্ট প্রতারণার হোতা সাহেদকে বুধবার সকালে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি বোরকা পরে ছদ্মবেশে সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন বলে জানান র্যাব। পরে তাকে নিয়ে অভিযানে বের হয় র্যাব।

সূত্র- যুগান্তর

‘জাল টাকায় ঋণ পরিশোধ করতেন সাহেদ’

রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান সাহেদকে ইন্টারোগেশন সেলে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরে একটি বাসায় অভিযান চালিয়েছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। সেটি সাহেদের গোপন বাসা বলে জানিয়েছে র্যাব। সেখানে থেকে বিপুল পরিমাণ জাল টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। যে টাকা দিয়ে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ পরিশোধ করতেন সাহেদ।

বুধবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে র্যাব সদর দফতর থেকে সাহেদকে নিয়ে উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরের ২০ নম্বর রোডের ৬২ নম্বর বাড়িতে

অভিযান চালায় র্যাব। সেখানে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে অভিযান।

র্যাবের গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বিল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন, ‘সাহেদের দেওয়া তথ্য মতে, ওই গোপন বাসা থেকে যে জাল টাকা উদ্ধার করা হয়েছে, তা দিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করতো। ভুক্তভোগীরা দীর্ঘদিন ঘুরেও যখন টাকা পাচ্ছিল না তখন এসব টাকা পেয়ে অনেকই খুশি হতেন।

তিনি বলেন, তবে যখন এসব টাকা নিয়ে বিপাকে পড়তেন, বুঝতেন জালটাকা- তখন আবারও ভুক্তভোগীরা সাহেদের কাছে যেতেন। এরপর সাহেদ বলতো, আমি আপনাদের ঋণের টাকা পরিশোধ করেছি, আর এখন বলছেন এসব টাকা জাল। এখন কী করবেন, যান মামলা করেন আমার নামে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

পশুর বাজারে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতে চুয়েটের পূর্ণাঙ্গ মডিউল

গরু ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য থাকবে সুনির্দিষ্ট জায়গা। গরু পর্যবেক্ষণে থাকবে বিশেষ জায়গা। থাকবে চলাচলের পৃথক পথ। হাটে আসা পশুগুলোকে রাখা হবে নির্দিষ্ট আয়তনে। পশু রাখার স্থান পরিষ্কার রাখতে পরিবেষ্টিত থাকবে বর্গাকারের নালা। এতে পশু রাখার পথগুলো থাকবে শুকনো। প্রত্যেক মডিউলের কেন্দ্রীয় স্থানে দূর থেকে বিক্রেতারা অবস্থান করতে পারবেন। রাখতে পারবেন পশুর প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আছে হাত ধোয়ার নির্দিষ্ট জায়গা, হ্যান্ড স্যানিটাইজার স্ট্যান্ড, জীবাণুমুক্তকরণ চেম্বার পার করেই প্রবেশের নির্দেশনা।

কোরবানির বাজারে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতে এমন একটি মডিউল তৈরি করেছেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) স্থাপত্য বিভাগের তিন শিক্ষার্থী। চুয়েট ছাত্রলীগের সভাপতি সৈয়দ ইমাম বাকেরের উদ্যোগ এবং চুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী

তাসফিয়া তাসনিম ও ফারহান আরিফ রহমান মডিউলটি উদ্ভাবন করেন। মডিউলটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব ১৩০০ বর্গফুট জায়গার হাটে। এর মাধ্যমে দেশে যেকোন হাটে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। কমবে করোনা সংক্রমণ ঝুঁকি। ইতোমধ্যে মডিউলটি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) পশুর হাটে বাস্তবায়নে গত রবিবার চসিক মেয়র ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মঙ্গলবার বাজার ইজারাদারদের সামনে প্রজেক্টরের মাধ্যমে মডিউলটি উপস্থাপন করা হয়।

চুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থী তাসফিয়া তাসনিম বলেন, ‘বৈশ্বিক মহামারি করোনাকালে কোরবানির হাটে সংক্রমণের ঝুঁকিটা প্রকট। স্বাস্থ্যবিধি মেনে পশুর হাট বাস্তবায়ন করা চ্যালেঞ্জের। বর্তমানে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে সামনে আসে। তাই পশুর হাটের স্বাস্থ্যবিধি কেমন হবে তার একটি পূর্ণাঙ্গ মডিউল তৈরি করেছি। ইতোমধ্যে চসিকের কাছে মডিউলটি প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি চসিকের বাজারে বাস্তবায়ন করা হবে।’
চসিকের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মুফিদুল আলম বলেন, ‘চুয়েটের শিক্ষার্থীদের মডিউলটি সময়োপযোগী। সেখানে ব্যক্তি ও সামাজিক দূরত্ব, স্যানিটাইজার ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় সব উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন করতে ইজারাদারদের সঙ্গে বৈঠক করে নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে। আশা করি, সকলেই মডিউল অনুসারে বাজারে পশু বিকিকিনি করবেন।’

চসিকের রাজস্ব শাখা সূত্রে জানা যায়, নগরে তিনটি স্থায়ী ও চারটি অস্থায়ী পশুর হাট বসবে। স্থায়ী হাটগুলো হচ্ছে-সাগরিকা, বিবিরহাট ও পোস্তারপাড় ছাগলের বাজার। অস্থায়ী চারটি হলো কমল মহাজন হাট, সল্টগোলা গরুর বাজার, বাটারফ্লাই পার্কের দক্ষিণের খালি মাঠ ও কর্ণফুলী পশুর বাজার। চাঁদদেখা স্বাপেক্ষে আগামী সোম বা মঙ্গলবার থেকে হাটগুলোতে পশু বিকিকিনি শুরু হবে।

চসিক ইজারাদারদের জন্য কিছু করণীয় নির্ধারণ করেছে। নির্দেশনার মধ্যে আছে, পশুর দূরত্ব নিশ্চিত, ঠিকাদারদের পক্ষে স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা, বাধ্যতামূলক মাস্ক ব্যবহার, সকাল থেকে বাজার বসানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম পরিচালনা, লোকসমাগম নিয়ন্ত্রণ, নির্দ্দিষ্ট স্থানে পশু বাঁধার খুঁটি, ছাউনি, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও জীবাণুনাশক সামগ্রী বিক্রির জন্য নির্দিষ্ট দোকান, আইনশৃংখলা বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবকদের ক্যাম্প ছাড়া আর কোন ধরনের দোকানপাট বা স্থাপনা থাকবে না, বয়স্ক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু-কিশোররা বাজারে না আসা এবং ক্রেতার সঙ্গে

সর্বোচ্চ দুইজনের বেশি না থাকা।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

গাংনীতে সংবাদ সম্মেলন

গাংনীর বামুুন্দীতে শিশু নির্য়াতন কারীর বিরুদ্ধে মানববন্ধনে বিচারের দাবী করায় উকিল নোটিশের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন গাংনী উপজেলার সর্বস্তরের জনগণ।

বুধবার বেলা ১১ টার সময় গাংনী প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সেচ্ছাসেবী সংগঠন বন্ধনের সদস্য জাহিদুল ইসলাম বিপুল।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, গত ২ জুলাই শিশু ধর্ষনের বিচারের দাবীতে মানববন্ধন করেছিলেন স্থানীয়রা। সেখানে ধর্ষকের বিচারের দাবীকরে এবং ধর্ষকের পক্ষে কোনো উকিল না হওয়ার দাবী করে বক্তব্য দেয় উপস্থিতিরা।

সে বক্তব্যের বিরুদ্ধে গত ৭/৭/২০২০ ইং তারিখে চুয়াডাঙ্গার এ্যাডভোকেট খন্দকার ওহিদুল আলম মানি একটি উকিল নোটিশ পাঠায়। সেই উকিল নোটিশের জবাবে এ সংবাদ সম্মেল করেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে শিশুর পিতা লালন হোসেন, পরিবর্তনের মেহেরপুরের পক্ষে মোঃ বদরুদ্দোজা, ◌েমশিউর রহমান, এনড্িএমএর পক্ষে জাবেদুর জনি উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্যঃ গত ১৪ জুন ২০২০ ইং তারিখে গাংনীর বামুন্দিতে এক মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষনের অভিযোগে আক্কাস আলী নামের একজনকে অভিযুক্ত করে মামালা দায়ের করা হয়। মামলায় আক্কাস আলীকে পুলিশ আটক করে জেল হাজতে প্রেরন করে। বর্তমানে আক্কাস আলী জেল হাজতে রয়েছেন।

হেলিকপ্টারে ঢাকায় আনা হয়েছে রিজেন্ট সাহেদকে

র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় আনা হয়েছে রিজেন্ট হাসপাতাল প্রতারণা মামলার প্রধান পলাতক আসামি ও রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. সাহেদকে।

বুধবার ভোরে র্যাবের বিশেষ অভিযানে সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটার রামগতি সীমান্ত এলাকা থেকে অবৈধ অস্ত্রসহ তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এ তথ্য নিশ্চিত করে র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লে. কর্নেল আশিক বিল্লাহ জানান, সাহেদ করিম ওরফে মো. সাহেদকে ঢাকায় আনা হয়েছে। সাতক্ষীরা থেকে র্যাবের অভিযান দলের সঙ্গে হেলিকপ্টারযোগে তাকে ঢাকায় আনা হয়।

র্যাব সূত্র জানায়, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সাহেদকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের তেজগাঁও বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায়।

এর আগে সকাল সাড়ে ৭টার দিকে হেলিকপ্টারটি ঢাকা থেকে সাতক্ষীরার উদ্দেশে ছেড়ে যায়।

বিমানবন্দর থেকে সাহেদকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য র্যাব সদরদফতরে নেয়া হয়। সেখানে জিজ্ঞাসবাদ শেষে বুধবারই তাকে উত্তরা পশ্চিম থানায় হস্তান্তর করা হবে।

তবে সব আইনি প্রক্রিয়া শেষে থানার মাধ্যমে আজই আদালতে প্রেরণ করা হবে কিনা এ বিষয়ে র্যাবের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি।

এর আগে রিজেন্ট গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ পারভেজকে গ্রেফতার করে র্যাব। মঙ্গলবার বিকালে গাজীপুরের কাপাসিয়া থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

সরকারের সঙ্গে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে টাকার বিনিময়ে করোনাভাইরাস

শনাক্তের নমুনা সংগ্রহ করা এবং ভুয়া সনদ দেয়ার অভিযোগ ৬ জুলাই র্যাব রিজেন্ট হাসপাতালে অভিযান চালায়।

অভিযানে ভুয়া করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট, করোনা চিকিৎসার নামে রোগীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়সহ নানা অনিয়ম উঠে আসে। পরে রোগীদের সরিয়ে রিজেন্টের উত্তরা ও মিরপুর শাখা সিলগালা করে দেয়া হয়।

পর দিন উত্তরা পশ্চিম থানায় র্যাব বাদী হয়ে মো. সাহেদকে প্রধান আসামি করে ১৭ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করে।

সে মামলায় ৯ দিন পলাতক থাকার পর গ্রেফতার হলেন মো. সাহেদ।

ওই মামলায় সাহেদকে থানার মাধ্যমে সেই সময় প্রধান আসামিসহ ৯ জন আসামিকে পলাতক দেখিয়ে এজাহারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আসামিরা হলেন রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. সাহেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ পারভেজ, রিজেন্ট হাসপাতালের কর্মী তরিকুল ইসলাম, আবদুর রশিদ খান জুয়েল, মো. শিমুল পারভেজ, দীপায়ন বসু, আইটি কর্মকর্তা মাহবুব, সৈকত, পলাশ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা আহসান হাবীব ১. হেলথ টেকনিশিয়ান আহসান হাবীব, ২. হেলথ টেকনোলজিস্ট হাতিম আলী, অভ্যর্থনাকারী কামরুল ইসলাম, রিজেন্ট গ্রুপের প্রকল্প প্রশাসক মো. রাকিবুল ইসলাম, রিজেন্ট গ্রুপের মানবসম্পদ কর্মকর্তা অমিত বণিক, রিজেন্ট গ্রুপের গাড়িচালক আবদুস সালাম ও নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুর রশিদ খান।

এসব আসামির মধ্যে সাতজনকে ইতিমধ্যে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে আসামিদের আদালতে হাজির করলে শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর হাকিম দেবদাস চন্দ্র অধিকারী আসামিদের কারাগারে পাঠানোর এ আদেশ দেন।

কারাগারে যাওয়া আসামিরা হলেন- রিজেন্ট হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আহসান হাবীব হাসান, হেলথ টেকনিশিয়ান আহসান হাবীব, হেলথ টেকনোলজিস্ট হাতিম আলী, রিজেন্ট গ্রুপের প্রকল্প প্রশাসক মো. রাকিবুল হাসান ওরফে সুমন, মানবসম্পদ কর্মকর্তা অমিত বণিক, গাড়িচালক আবদুস সালাম ও হাসপাতালের কর্মী আবদুর রশিদ খান ওরফে জুয়েল। সূত্র- যুগান্তর

জিজ্ঞাসাবাদে যা বলছেন সাবরিনা

‘দাদা, আই হ্যাভ ইনফরমড্◌্ দ্য বুথ…আমার কথা বললেই হবে! চেয়ারম্যান ডা. সাবরিনার রেফারেন্স বললেই হবে।’ ৩০ মে সাবরিনা নিজের মুঠোফোন থেকে কিউট সুমন নামের একজনকে মেসেজ দিয়েছিলেন। ৩ জুন তিনি আরেকটি নম্বরে মেসেজ দিয়ে লিখেছেন, ‘আমার রেফারেন্স দিতে বলো। ডা. সাবরিনা, চেয়ারম্যান, জেকেজি হেলথ কেয়ার।’ গ্রেফতারের পর থেকে দফায় দফায় অপরাধ অস্বীকার করে যাচ্ছেন ডা. সাবরিনা। তদন্ত-সংশ্লিষ্টরা জলজ্যান্ত প্রমাণ তার সামনে হাজিরের পরও তা কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছেন। কিছু সময় পরপরই তিনি কেঁদে কেঁদে বলছেন, তিনি একজন ক্যাডার কর্মকর্তা। তার সঙ্গে সঠিক আচরণ করা হচ্ছে না। তিনি অন্যায়ের শিকার হচ্ছেন। তবে শিগগিরই সাবরিনা ও তার স্বামী আরিফুল হক চৌধুরীকে মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানিয়েছেন তদন্ত-সংশ্লিষ্টরা।

তদন্ত-সংশ্লিষ্ট একজন বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেছেন, ‘সাবরিনা তো দারুণ স্মার্ট। গ্রেফতারের আগেই মনে হয়ে তিনি কারও কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন কীভাবে তদন্ত কর্মকর্তাকে মোকাবিলা করবেন। কীভাবে কতটুকু উত্তর দেবেন। কিছুটা চুপ থাকার পর ফের করোনা পরীক্ষা নিয়ে ভয়ংকর প্রতারণায় লিপ্ত প্রতিষ্ঠান জেকেজির সঙ্গে নিজের সম্পৃক্ততার বিষয়টি বরাবরই এড়িয়ে যাচ্ছেন ডা. সাবরিনা আরিফ চৌধুরী। তবে নিজের রেখে দেওয়া প্রমাণ সামনে আনলেও তা আনঅফিশিয়াল বলে দাবি করছেন তিনি।’ এদিকে জেকেজি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ডা. সাবরিনা আরিফ চৌধুরীর বিরুদ্ধে তেজগাঁও থানায় দায়ের করা প্রতারণার মামলা ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সোমবার রাতে মামলাটি ডিবিতে হস্তান্তর করা হয় এবং এখন ডিবি পুলিশ মামলাটি তদন্ত করবে বলে জানিয়েছেন তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার হারুন অর রশীদ। তিনি বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘আমরা এরই মধ্যে আরিফ-সাবরিনা গংয়ের অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করে ফেলেছি। বর্তমান তদন্ত কর্মকর্তার জন্য যা অনেক কাজে লাগবে। যত কৌশলই করুন না কেন, নিজের অপরাধের দায় কোনোভাবেই এড়াতে পারবেন না ডা. সাবরিনা।’

মামলার তদন্ত তদারক কর্মকর্তা ডিবির যুগ্ম-কমিশনার মাহবুব আলম

বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘আমরা শিগগিরই সাবরিনা ও আরিফকে মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদ করব। তবে এখন পর্যন্ত যেসব প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে, তাতে করে সাবরিনার পার পেয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। আর দুই দিন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে পুনরায় রিমান্ডের আবেদন করা হবে।’ জানা গেছে, করোনার পরীক্ষা নিয়ে কেলেঙ্কারির পর জেকেজি ও সাবরিনা-আরিফ দম্পতির গল্প এখন সবার মুখে মুখে। অতীতে তাদের ভয়ে মুখ না খুললেও এখন তাদের পরিচিতজনেরাই এখন নাম না প্রকাশের শর্তে নানা বিষয়ে মুখ খুলছেন। কীভাবে তারা বাগিয়ে নিয়েছেন বড় বড় কাজ, কীভাবে অফিস কিংবা সর্বত্র ক্ষমতার দাপট দেখাতেন এমন সবকিছু। জেকেজির লাইসেন্স না থাকার পরও বাগিয়ে নেন করোনা পরীক্ষার কাজ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের অজানা অনেক কাহিনি।
তদন্ত-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গতকাল সকাল থেকেই ডিবি পুলিশ সাবরিনাকে তিন দিনের রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। সাবরিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগকে অনিয়মের স্বর্গরাজ্য করে রেখেছিলেন এই সাবরিনা। আর ছায়া হয়ে পাশে থেকেছেন ‘ইউনিট প্রধান’ পদের একজন চিকিৎসক। সেই চিকিৎসকের ছত্রচ্ছায়াতেই অনিয়মের চূড়ায় উঠেছিলেন সাবরিনা। দিনের পর দিন কাজ না করেই নিতেন বেতন। সুনজরে ছিলেন বলে অনুপস্থিত থাকার পরও সাবরিনার নাম উঠে যেত হাজিরা খাতায়। এদিকে গ্রেফতারের পর বর্তমানে কারাগারে থাকা আরিফুল হক চৌধুরীর পুনরায় সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেছে ডিবি। আগামীকাল এ বিষয়ে শুনানি হবে বলে নিশ্চিত করেছে আদালত সূত্র। সূত্র আরও বলছে, নিজেকে বাঁচাতে আরিফকে ডিভোর্স লেটার পাঠানো এবং অফিস আদেশ জারি করাও কৌশল হতে পারে সাবরিনার। কারণ সাবরিনাকে সব সময় ওপরে ওঠার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছেন আরিফ। জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের (এনআইসিভিডি) এক চিকিৎসকের সঙ্গে পার্টনারশিপে ধানমন্ডিতে একটি ফাস্টফুড ও কফিশপ দিয়েছিলেন সাবরিনা। ওই চিকিৎসকের বাসায় মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন পার্টিতে অংশ নিতেন তিনি। এসব কিছু অজানা ছিল না তার স্বামী আরিফের। তবে হঠাৎ করেই তাদের ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘুরতে থাকে। হঠাৎ করেই ওই চিকিৎসকের সঙ্গে স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা মেনে নিতে পারছিলেন না আরিফ। ৪ জুন তিনি হাজির হন স্ত্রীর কর্মস্থল এনআইসিভিডিতে। সাবরিনাকে ওই চিকিৎসকের সঙ্গে তার অফিসে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখে ফেলেন আরিফ। তিনি তখন হামলে পড়েন ওই চিকিৎসকের ওপর। এ ঘটনায় শেরেবাংলানগর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৩ জুন ওভাল গ্রুপের সিইও আরিফুল হক

চৌধুরী একটি অফিস আদেশে (ওভাল গ্রুপ, জেকেজি, বুকিং বিডি) অফিস স্টাফদের এই বলে সতর্ক করেন, ‘ওভাল গ্রুপের চেয়ারম্যান সাবরিনা আরিফ চৌধুরী, প্রধান ভিজুয়ালাইজার ওভাল গ্রুপ হুমায়ুন কবির হিমু, জেকেজির প্রধান নার্স তানজিনা চৌধুরী ও প্রধান মেডিকেল স্টাফ শাম্মী ওয়াদুদের সঙ্গে কেউ কোনো ধরনের যোগাযোগ কিংবা ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পারবেন না।’ অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ছাত্রাবস্থাতেই উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন সাবরিনা: কলেজ-জীবন থেকেই উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন সাবরিনা। ছোটবেলায় পরিবারের সঙ্গে দেশের বাইরে থাকার কারণে পাশ্চাত্য জীবন যাপনেই অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের ২২ ব্যাচের এই ছাত্রী বন্ধুদের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই মেতে উঠতেন ডিসকো আর মদের আড্ডায়। রাত-বিরাতে তাদের সঙ্গে ছুটে যেতেন লং ড্রাইভে। একপর্যায়ে ছাত্রাবস্থাতেই বিয়ে করে ফেলেন তারই এক ডাক্তারি পড়ুয়া সহপাঠীকে। তবে বেশি দিন টেকেনি তাদের বিয়ে। উচ্চাভিলাষী সাবরিনা পরবর্তী সময়ে বিয়ে করেন এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীকে। তবে সেখানেও থিতু হতে পারেননি তিনি। আরিফ চৌধুরীর কারণে সেই সুখের সংসারেও কিছুদিনের মধ্যে বিষাদ ভর করে। ওই ব্যবসায়ীকে ডিভোর্স দিয়ে আরিফকে বিয়ে করেন সাবরিনা। সুন্দরী সাবরিনার ওপর ভর করে ওভাল গ্রুপের মাধ্যমে একে একে বাগিয়ে নেন আরিফ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বড় বড় ইভেন্টের কাজ।

সাবরিনার ‘সিম’ কৌশল : দীর্ঘদিন ধরে ডা. সাবরিনা তার এক রোগীর নামে নিবন্ধিত একটি মোবাইল সিম ব্যবহার করে আসছেন, যা বড় ধরনের অপরাধ। পুলিশের ধারণা, কোনো অপরাধ করেও ডা. সাবরিনা সহজেই দায় এড়াতে পারবেন বলেই এই সিম ব্যবহার করতেন। তবে সাবরিনার দাবি, ওই সিম কার নামে নিবন্ধিত তা তিনি জানতেন না। তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে, দীর্ঘদিন ধরেই নম্বরটি সাবরিনা ব্যবহার করে আসছেন, যা তার নামে নিবন্ধিত নয়।

করোনা রিপোর্ট জালিয়াতি আরিফ-সাবরিনার: জেকেজি নমুনা সংগ্রহ করে কোনো পরীক্ষা না করেই ১৫ হাজার ৪৬০ জনকে করোনা টেস্টের ভুয়া রিপোর্ট সরবরাহ করেছে। একটি ল্যাপটপ থেকে গুলশানে তাদের অফিসের ১৫ তলার ফ্লোর থেকে এই মনগড়া করোনা পরীক্ষার প্রতিবেদন তৈরি করে হাজার হাজার মানুষের মেইলে পাঠায় তারা। তাদের কার্যালয় থেকে জব্দ ল্যাপটপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর করোনা টেস্ট জালিয়াতির এমন চমকপ্রদ তথ্য পেয়েছে পুলিশ। জানা গেছে, জেকেজির টেস্টে

জনপ্রতি নেওয়া হতো সর্বনিম্ন ৫ হাজার টাকা। বিদেশি নাগরিকদের কাছে জনপ্রতি ১০০ ডলার। এ হিসাবে করোনার টেস্ট-বাণিজ্য করে জেকেজি হাতিয়ে নিয়েছে ৭ কোটি ৭০ লাখ টাকা।

আনন্দ ট্রিপের নামে হানিমুন ট্রিপ: সব সময়ই পাশ্চাত্য ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী সাবরিনা- এ কথা তার ঘনিষ্ঠজনদের অজানা নয়। করোনার ভুয়া প্রতিবেদন তৈরির বিষয়টি জেকেজির প্রায় সব কর্মীর কাছে ওপেন সিক্রেট ছিল। তারা যাতে বিষয়টি বাইরে প্রকাশ করে না দেন সে জন্য ভিন্ন কৌশল হাতে নেন ডা. সাবরিনা ও তার স্বামী আরিফ। সপ্তাহে ছয় দিন কাজ করার পর এক দিন ?‘আনন্দ ট্রিপের’ নামে ঢাকার বিভিন্ন আবাসিক হোটেলে একজন নারী ও একজন পুরুষ কর্মীকে আলাদাভাবে পাঠানো হতো। এর নাম তারা দিয়েছিল ‘হানিমুন ট্রিপ’। মহাখালীতে তিতুমীর কলেজের মাঠে জেকেজি যে করোনা বুথ স্থাপন করেছিল, সেখানে প্রায় প্রতি রাতে মদের পার্টি বসত। জেকেজির কর্মীরা রাতভর সেখানে নাচানাচি করতেন।

নায়িকা হতে চেয়েছিলেন প্রতারক ডা. সাবরিনা: ডা. সাবরিনা ২০১৬ সালে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন দেশের একটি টেলিভিশন চ্যানেলের অনলাইন পোর্টালে। সেখানে বলেছিলেন নিজের মনের অনেক কথা। বলেছিলেন, তিনি মূলত চিত্রনায়িকা হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার বাবার ইচ্ছার কাছে হার মানতে হয়েছে তাকে। হয়েছেন চিকিৎসক। সুনামও কুড়িয়েছেন। তবুও রুপালি পর্দা এখনো তাকে টানে। এখনো সময় পেলে নাচ করেন। অংশ নেন বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপস্থাপনায়।

প্রসঙ্গত, জেকেজির ভুয়া করোনা টেস্টের মামলায় সাবরিনাসহ আরও সাতজন আসামি রয়েছেন। অন্যরা হলেন- সাবরিনার স্বামী আরিফুল হক চৌধুরী, আরিফুলের ভগ্নিপতি সাঈদ, কর্মকর্তা-কর্মচারী হুমায়ুন কবির, তানজিনা পাটোয়ারী, মামুন ও বিপ্লব। রবিবার সাবরিনাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশের তেজগাঁও ডিভিশনে আনা হলে পরে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। সোমবার ঢাকার একটি আদালত সাবরিনাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। সূত্র- বিডি প্রতিদিন

গাংনীর কসবা -পাটা পুকুরিয়া রাস্তার বেহাল দশা

গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের কসবা থেকে পাটাপুকুরিয়া দুই কিলোমিটার রাস্তা হাটু কাদায় বেহাল অবস্থা। মানুষ চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় মাঠ থেকে ফসল বাড়িতে আনতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে এলাকার শত শত কৃষক।

কৃষি জমি থেকে উৎপাদিত ফসল সময়মত বাড়িতে আনতে না পেরে এবং অনেক কৃষক তাদের কৃষিজমিতে উৎপাদিত সবজি জমি থেকে বাজারজাত করতে না পেরে আর্থিকভাবে লাকসানে পড়তে হচ্ছে ।

শুকনা মৌসুমে গরু ও মহিষের গাড়ি দিয়ে কৃষকের ফসল জমি থেকে তুলে আনতে পারলেও বর্ষা মৌসুমে ফসল নিয়ে চরম বিপাকে রয়েছে কৃষকরা। বর্তমানে চলছে কৃষকের জমিতে পাট কাটার কাজ। রাস্তার হাট কাদার মধ্য দিয়ে শ্রমিক দিয়ে পাট কেটে মাথায় করে উৎপাদিত পাট বহন করে নিয়ে আসতে দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।

পাট চাষী লোকমান হোসেন জানান, তার এক বিঘা জমিতে শ্রমিক দিয়ে পাট কেটে বেঁধে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসতে পাট বিক্রি করে শ্রমিকের মূল্য হয়নি। শ্রমিকের মূল্য পরিশোধ করতে তাকে ধান বিক্রি করতে হয়েছে।

কৃষক সুরমান আলী জানান, তার ১ বিঘা জমিতে বেগুনের আবাদ করেছেন। হাঁটু কাদায় জমিতে ঠিকমতো পরিচর্যা করতে না পেরে আবার ছেড়ে দিতে হয়েছে।

স্থানীয় কৃষক ময়নাল হোসেন জানায়, উক্ত রাস্তাটির বেহাল অবস্থা হওয়ায় কোন শ্রমিক উক্ত মাঠে কাজ করতে চাচ্ছে না।যার ফলে আবার পরিচর্যা করা খুব কঠিন বিষয় হয়ে পড়েছে।তাদের এ দুর্দশা দেখে রাস্তা পাকাকরন এর দাবি জানান তারা।

এছাড়াও মুক্ত রাস্তা দিয়ে হারদা মৎস্য বিলে যেতে হয়। যেটি মেহেরপুর জেলার একটি উল্লেখযোগ্য মৎস্য বিল। উক্ত বিলের মাছ জেলার মাছের চাহিদা পূরণ করেও অন্যান্য জেলায় বিক্রি করা হয়ে থাকে। বর্তমানে রাস্তায় গাড়ি চলাচল করতে না পারায় বিলে মাছ চাষীরা মাছ ধরতে পারছে না।

ধানখোলা ইউনিয়ন এর পাটাপুকুরিয়া, হারদা সহ অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন কৃষক ওই মাঠে আবাদ করে থাকেন। উক্ত রাস্তা দিয়ে প্রায় ১ হাজার থেকে দেড় হাজার বিঘা জমির ফসল কৃষকদের ঘরে তুলতে এবং বাজারজাত করতে উক্ত মাটির রাস্তাটি একমাত্র মাধ্যম।

বর্তমানে আষাঢ়ে শুরু থেকেই রাস্তাটি হাট কাঁদয় পরিণত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি গণ ভুক্তভোগী মানুষদের আশ্বাস দিয়ে আসলেও রাস্তাটি আজও বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে।

স্থানীয় কৃষকরা জানান, বিভিন্ন সময় এলাকার ভুক্তভোগী জনসাধারণ বারবার জনপ্রতিনিধিসহ রাজনৈতিক ব্যক্তি ও সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে আবেদন করেও কাজ হয়নি। বর্তমানে উক্ত রাস্তাটি পাকা করণের দাবি নিয়ে ফেসবুকে বিভিন্নভাবে লেখালেখি হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রাস্তাটির বেহাল দশা তুলে ধরে অনেক যুবক জেলার উন্নয়নকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের কাছে গেলেও ইউনিয়ন পরিষদের স্বল্প বরাদ্দ দুই কিলোমিটার রাস্তা পাকাকরণ সম্ভব নয় বলেও জানান স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান জানান, ইউনিয়ন পরিষদের যে পরিমাণ এর বরাদ্দ থাকে তা খুবই স্বল্প। যা দিয়ে দুই কিলোমিটার রাস্তা পাকাকরণ সম্ভব নয়। এলাকার মানুষ রাস্তাটা নিয়ে চরম বিপাকে রয়েছে একথা সত্য।

ভুক্তভোগীদের দুর্দশার কথা মাথায় রেখে তৎকালীন সংসদ সদস্য মকবুল হোসেনের কাছে বারবার বলা সত্ত্বেও রাস্তাটি করে দেয়নি। পরবর্তীতে বর্তমান সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এর কাছে আবেদন করা হয়েছে।

স্থানীয়দের কথা বিবেচনায় রেখে কসবা গ্রাম থেকে পাটা পুকুরিয়া ২ কিলোমিটার মাঠে যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটি পাকাকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বর্তমান সংসদ সদস্য বিষয়টি গুরুত্ব দিলেই এলাকার শত শত চাষীর দীর্ঘদিনের দুর্দশা লাঘব হবে।

মেহেরপুর- ২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন স্থানীয় কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা লাভ হবে এবার নজর দেবেন বলে জানিয়েছেন।

দর্শনায় ৪ ফার্মেসিকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় করোনা প্রাদুর্ভাব রোধে ওষুধ ফার্মেসি মালিকদের সচেতনতার লক্ষ্যে ৪ টি ওষুধ ফার্মেসিতে পৃথক ভাবে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার শিল্পনগরী দর্শনা পৌর শহর এলাকায় পৃথক ভাবে চুয়াডাঙ্গা জেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শিবানী সরকার ও ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস এভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করায় দর্শনার পুরাতন বাজারের নূর মেডিক্যাল, সুমন মেডিক্যাল হাউজসহ মোট ৪ টি ফার্মেসি থেকে মোট ৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ফার্মেসি দোকান মালিকগণ তাদের জরিমানা অর্থ পরিশোধ করেন।

তবে ভবিষ্যতে সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দেন এই দুই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।